ওপারের সুখগুলো

মূল

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহ.

অনুবাদ

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রকাশনায়

পথিক প্রকাশন

[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

ওপারের সুখগুলো
ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রহ.

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
১১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং- ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল: ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭
www.facebook.com/pothikprokashon
Email: pothikshop@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com
wafilife.com
pothikshop.com
islamicboighor.com
islamiboi.net
ruhamashop.com
raiyaanshop.com

মুদ্রিত মূল্য: ৩০০/-

অর্পণ

আমার আদরের ছোটবোন-কে।

সুখের উদ্দীপনায় চোখের তারা
ঝলমল করুক এপার এবং ওপারে।

অনুবাদকের মুখবন্ধ

আমার মহান রবের সেরূপ প্রশংসা করছি, যেরূপ প্রশংসার তিনি যোগ্য। অসংখ্য দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক প্রিয়তম নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর আসহাবের প্রতি।

ওপারের সুখ—জান্নাত। জান্নাত সম্পর্কে আর কী বলব! শুধু এতটুকু বলতে চাই—জান্নাতে থাকবে কেবল সুখ আর সুখ। লাল, নীল আর হীরার বাড়ি। সুখময় উদ্যান আর মিলুয়া বাতাস। আরো কতকিছু..! ওপারের সুখের কথা বলে-লিখে শেষ করা যাবে না। সেখানে মন খারাপের কোনো গল্প নেই। নেই কোনো হিংসা-বিদ্বেষ আর বিষণ্ণতার গল্প।

একদিন রব মুমিনদের উপর পুরোপুরি সন্তুষ্ট হয়ে তাদেরকে এত-এত সুখ দিবেন যে, তারা দুনিয়ার সব কষ্ট ভুলে যাবে। আল্লাহ্ তাআলা বলবেন,

> "তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট এবং সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অর্ন্তভুক্ত হয়ে যাও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।" (সুরা ফাজর: ২৮-৩০)

"ওপারের সুখগুলো" বইটি অনুবাদ করার সময় জান্নাতের প্রতি মন এত আকৃষ্ট হয়েছে যে, জানালার গ্রীল ধরে নীল আসমানের দিকে তাকিয়ে বলতাম—"হে রব, আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যান এবং ওপারেতে আপনার সৃজিত জান্নাতে আমাকে একটু ঠাঁই দিন। আমি আর কিচ্ছু চাই না।"

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহর রচিত "সিফাতুল জান্নাহ" গ্রন্থের অনুবাদ হলো—"ওপারের সুখগুলো" বইটি। অনূদিত গ্রন্থে যেসব নীতিমালা অবলম্বন করা হয়েছে। সেগুলো পাঠক-সমীপে পেশ করা হল:

১. মূল কিতাবে লেখক তাঁর প্রতিটি বর্ণনার শুরুতে শিরোনাম ব্যবহার করেননি। কিন্তু পাঠকের উপকারের প্রতি লক্ষ্য করে উপযোগী শিরোনাম উল্লেখ করে দিয়েছি, যাতে কোন বর্ণনাতে কী বিষয় আলোচনা করা হয়েছে, তা সহজে পাঠকের বোধগম্য হয়।

২.অনূদিত বইটির উপস্থাপনা সরল করতে পূর্ণ সনদকে পরিহার করে কেবল শেষোক্তজনের নামটিই রেখেছি। যাতে দীর্ঘ সনদ পাঠে পাঠক ক্লান্ত হয়ে না পড়ে। সাথে-সাথে কিছু কবিতার অনুবাদ ছেড়ে দিয়েছি, বিনিময়ে কিছু সহিহ বর্ণনা যুক্ত করে দিয়েছি।

৩. গ্রন্থটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমি কয়েকটি নুসখা থেকে সহায়তা নিয়েছি। *আবদুর রহিম ইবনু আহমাদ ইবনু আবদুর রহিম*-এর তাহকিককৃত নুসখা থেকেও সহায়তা নিয়েছি, যেটি মাকতাবায়ে শামেলায় পাওয়া যায়। *দারু- ইবনু হাযম*-থেকে প্রকাশিত নুসখাকে সামনে রেখে অনুবাদ করেছি।

৪. বইটি অনুবাদ করার ক্ষেত্রে আমি সাবলীল রাখতে অনেক চেষ্টা করেছি। তাছাড়া ভুল-ভ্রান্তি মানুষের ওয়ারিসসূত্রে পাওয়া সম্পদ। তাই যদি কোথাও কোনো ভুল বা অসংগতি পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়, অনুগ্রহপূর্বক অবহিত করলে আমরা পরবর্তী সংস্করণে অবশ্যই পরিবর্তন করবো ইনশা আল্লাহ!

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
মীরহাজীরবাগ, যাত্রাবাড়ি, ঢাকা।
১০-০১-২০২১ ইং

লেখকের জীবনবৃত্তান্ত

নাম ও বংশ

আবু বকর আবদুল্লাহ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু উবাইদ ইবনু সুফিয়ান আল কুরাশি। তাঁর পরদাদা সুফিয়ান ইবনু কায়েস ছিলেন বনু উমাইয়ার আযাদকৃত গোলাম। সে নিসবতে তাঁকে 'উমাবী ও কুরাশি' বলা হয়।

জন্ম

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহ ২০৮ হিজরিতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা-দীক্ষা

বাল্যকাল থেকেই তিনি বাগদাদে ইলম শিক্ষা করতে মনোযোগ দেন। বাগদাদে বড় বড় শাইখদের থেকে তিনি ইলম ও আদব শিক্ষা করেন।

তাঁর উস্তাদ

ইমাম মিযযী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, তাঁর উস্তাদের সংখ্যা অনেক। প্রায় ১২০ জন হবে।

খতিবে বাগদাদি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহ তাঁর পিতা থেকে শুরু করে সাঈদ ইবনু সুলাইমান, ইবরাহিম ইবনু মুনযির আল হিযামীসহ বিজ্ঞ ইমামদের থেকে হাদিসের জ্ঞান অর্জন করেছেন।'

তাঁর শাগরেদ

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহর শাগরেদ ছিলেন অনেক। তাঁর শাগরেদের মধ্যে হারিস ইবনু উসামা, মুহাম্মাদ ইবনু খালফ ওয়াকি, আবদুর রহমান আল সুকরি, আবদুর রহমান ইবনু হাতেম রাহিমাহুল্লাহুমসহ আরো অনেক বিজ্ঞ আলিম তাঁর থেকে ইলম এবং আদব অর্জন করেছেন।

লিখিত কিতাবাদি

ইমাম ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহ অসংখ্য কিতাবাদি রচনা করেন। প্রত্যেক বিষয়ে তাঁর লিখিত কিতাব রয়েছে। কেউ-কেউ বলেছেন, 'তিনি প্রায় ১৬২ টি কিতাব রচনা করেছেন।' তাঁর প্রসিদ্ধ কিছু কিতাবের নাম নিম্নে পেশ করা হলো:

১. আল ইখলাস ওয়ান নিয়্যাহ।
২. আল ইখওয়ান।
৩. ইসলাহুল মাল।
৪. আল আহওয়াল।
৫.আল আওলিয়া।
৬. তাহাজ্জুদ ও কিয়ামুল লাইল।
৭.আত তাওবা।
৮.আত তাওয়াযু।
৯.আত তাওয়াক্কুল।
১০.আল হিলমু।
১১.যাম্মুল গিবাহ।
১২.যাম্মুদ দুনিয়া।
১৩.আশ শোকর।
১৪.আশ শিদ্দাতু বা'দাল ফারাজ।
১৫.আয যুহদ।
১৬.আস সামত ও হিফযুল লিসান।
১৭. আল ইখলাস।
এছাড়াও তাঁর অসংখ্য রচনাবলি রয়েছে।

তাঁর ব্যাপারে অন্যান্যদের প্রশংসাবাণী

ইবনু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন—'আবু বকর ইবনু আবিদ দুনিয়ার আল্লাহ তাআলা রহম করুক, তাঁর মৃত্যুর সাথে অনেক ইলমের মৃত্যু হয়ে গেছে।'

ইবনু আবু হাতেম রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, 'আমি আমার বাবার সাথে তাঁর হাদিস লিখেছি। বাবা বলেছেন, তিনি সত্যবাদী।'

মৃত্যু

আবু বকর ইবনু আবিদ দুনিয়া রাহিমাহুল্লাহ ২৮১ হিজরি সনে জুমাদাল উলা মাসে বাগদাদ শহরে ইন্তেকাল করেন। 'শাওনিযিয়্যাহ' নামক স্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

সূচিপত্র

জান্নাতের বর্ণনা **১৫**

আছে কি কোনো জান্নাতের পাগল ব্যক্তি? ১৫

ওপারের সুখগুলো ১৬

ওপারের নিয়ামাহ ১৭

নবিজির বর্ণনায় জান্নাত ১৭

জান্নাতের প্রাঙ্গণে মাটির বিবরণ ১৮

ওপারেতে সর্বসুখ ১৯

সেই সুখ থাকবে জনম জনম ২১

তোমরা এখানে সুখে থাকো ২৩

জান্নাতে কোনো দুঃখ নেই ২৩

জান্নাতে কোনো কষ্ট নেই ২৪

জান্নাতীদের রূপ-লাবণ্য ২৫

জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য ২৫

জান্নাতীদের বিবরণ ২৭

জান্নাতের স্তর ২৮

জান্নাতু আদনে'র নিয়ামাহ **২৯**

জান্নাতু আদন: যেখানে আছে সর্বসুখ ২৯

'জান্নাতু আদন' নাম রাখার কারণ ৩০

জান্নাতীদের সেবক ৩০

জান্নাতের উপাদানসমূহ ৩১

সকালের নরম বাতাসের উৎস ৩২

জান্নাতু আদনের স্থান ৩৩

আখিরাতের অবস্থা এবং সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি ৩৩

সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি ৩৮

সুসংবাদ জান্নাতীদের জন্য ৪২

জান্নাতের নরম বাতাস ৪৩

জান্নাতুল ফেরদাউস ৪৩

জান্নাতের বৃক্ষসমূহ ৪৪
জান্নাতের বৃক্ষ ৪৪
মনোমুগ্ধকর আওয়াজ ৪৬
জান্নাতের গাছগুলো হবে স্বর্ণের ৪৬
জান্নাতে খেজুর বৃক্ষ ৪৭
জান্নাতের ফলের বর্ণনা ৪৭
তুবা বৃক্ষের বর্ণনা ৪৮
তুবা বৃক্ষ ৪৮
তুবা বৃক্ষের ছায়া হলো শ্রেষ্ঠ মিলনমেলা ৪৯
জান্নাত সংক্রান্ত কিছু আয়াতের তাফসির ৫০

সুমিষ্ট পানী হাউযে কাউসার ৫২
হাউযে কাউসারের বর্ণনা ৫২
হাউযে কাউসার ৫৩
'বাইদাখ' নামক মনোরম জায়গা ৫৫
হাউযে কাউসার সম্পর্কে আরো কয়েকটি বর্ণনা ৫৭
চারটি নহর ৬২
জান্নাতের স্তর ৬২
পানি, মদ ও শরাবের সমুদ্র ৬২
জান্নাতের বাসন-পত্র ৬৩

রবের সাথে সাক্ষাত ৬৪
রবের সাথে বান্দারা জান্নাতে খুব কাছ থেকে কথা বলবে ৬৪
সেদিন জান্নাতীদের জন্য রবের পক্ষ থেকে সালাম দেওয়া হবে ৬৬
দিদারে রাব্ব ৬৭
জুমআর ফযিলত ৬৯
রাব্বে কারিমের দিদার হবে সেরা উপহার ৭০

জান্নাতবাসীদের পানাহারের বর্ণনা ৭৫
মাছের কলিজা সর্বপ্রথম আহার করবে ৭৫
জান্নাতীদের খাবার-দাবারের অবস্থা ৭৭
পাখির ভূনা গোস্ত ৭৮
পাখির গোস্ত হবে অনেক সু-স্বাদু ৭৮
আল্লাহ তাআলা নিজ হাতে আহার করাবেন ৮০
জান্নাতীদের আহারের ব্যাপারে একজন ইহুদির প্রশ্ন ৮১

জান্নাতের ফলমূলের অবস্থা ৮১
বৃক্ষগুলো জান্নাতীদের নিকট ঝুঁকে থাকবে ৮১
জান্নাতীদের আহারের অবস্থা ৮৩
জান্নাতীদের পানাহারের বর্ণনা ৮৪
জান্নাতের ফলের বর্ণনা ৮৫
বিশুদ্ধ শরাবের বর্ণনা ৮৫
শারাবান তাহুরা ৮৭
তাসনিমের পানি ৮৮
রাহিকুম মাখতূম ৮৮
বিশুদ্ধ শরাব ৮৯
শরাবের পানপাত্র ৮৯
ইবনু আব্বাসের বর্ণনায় জান্নাতের মাটি ও পোষাক ৯২
হাউযে কাউসারের বর্ণনা ৯৩

জান্নাতীদের পোষাকের বর্ণনা ৯৪
জান্নাতীদের পোষাক-পরিচ্ছদ ৯৪
জান্নাতীদের পোষাক তৈরীর কারখানা ৯৪
জান্নাতীদের কাপড়সমূহের সৌন্দর্য ৯৫

জান্নাতীদের সুখের বিছানাসমূহ ৯৭
জান্নাতের বিছানার উচ্চতা ৯৭
কবিতায় জান্নাতের সুখ ৯৮
পোষাকগুলো হবে রং-বেরঙের ৯৯
বিশাল প্রাসাদের বিবরণ ৯৯
জান্নাতীদের পোষাকের বিবরণ ৯৯
জান্নাতী নারীদের পোষাকের জোড়া হবে অনেক ১০০

জান্নাতের অট্টালিকাসমূহ ১০১
হীরার বাড়ি ১০১
জান্নাতের সাদা প্রাসাদ ১০১
জান্নাতের স্বর্ণের অট্টালিকা ১০২
জান্নাতু আদন ১০৩
জান্নাতের সামান্য জায়গার মূল্য ১০৩
মুক্তার অট্টালিকা ১০৪
জান্নাতের অট্টালিকার উপাদান ১০৪

জান্নাতীদের স্তরসমূহ ১০৫
জান্নাতে একশ'টি স্তর থাকবে ১০৬
জান্নাতীদের সেরা স্তরে অবস্থান ১০৭
জান্নাতের সাওয়ারী ১০৯
জান্নাতের বালাখানা ১০৯
ওসিলা নামক স্তর ১১০

জান্নাতের ফেরেশতা ১১১
ফেরেশতাদের আকৃতি ১১১
জান্নাতু আদন : সর্বসুখের স্থান ১১৩

জান্নাতের সেবকদের বর্ণনা ১১৫
জান্নাতের সেবক ১১৫
খাদিমের বর্ণনা ১১৫

জান্নাতীদের ভাষা ১১৭
জান্নাতীদের ভাষা ১১৭

জান্নাতীদের অলংকার ১১৯
জান্নাতীদের অলংকারের শুভ্রতা ১১৯
যদি জান্নাতী ব্যক্তি দুনিয়াতে উঁকি মেরে তাকায় ১২০

জান্নাতের দরজাসমূহ ১২১
জান্নাতের দরজা ১২১
জান্নাতের দরজার প্রস্থ ১২১
জান্নাতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দূরত্ব ১২২
জান্নাতুর রাইয়্যান ১২৩
সর্বপ্রথম জান্নাতের বৃত্ত নবিজি ধরবেন ১২৪
মুজাহিদদের দরজা ১২৫
অজানা অনেক নিয়ামাহ্ থাকবে জান্নাতে ১২৬
জান্নাতের একটুখানি জায়গা ১২৬
জান্নাতীদের চেহারা পূর্ণিমার চাঁদের মত হবে ১২৬

জান্নাতীদের পরস্পরে সাক্ষাত-নিকেতন ১২৮
ওপারে গিয়ে আবার দেখা হবে ১২৮
পরস্পরের সাক্ষাতের বিবরণ ১২৯

শহিদগণের মর্যাদা ১২৯
উড়ন্ত ঘোড়া ১৩০
জান্নাতে ঘোড়াও থাকবে ১৩১

জান্নাতের বাজার ১৩৪
জান্নাতের বাজার ১৩৪

জান্নাতীদের গান-বাজনা ১৩৭
হুর রমণীদের গান ১৩৭
গাছ এবং গায়িকাদের গান ১৩৮
জান্নাতীদেরকে ইসরাফিল আ. গান গেয়ে শোনাবে ১৩৯
হৃদয়কাড়া মৃদু আওয়াজ ১৪০
হুর রমণীদের পাগল করা গান ১৪০

জান্নাতীদের সহবাস ১৪২
জান্নাতীদের সহবাস ১৪২
জান্নাতীদের কোনো পেশাব-পায়খানা হবে না ১৪৪
জান্নাতীর বিয়ে ১৪৫
জান্নাতীদের স্ত্রী ১৪৬
জান্নাতীদের উপহার ১৪৭
দুনিয়ার নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব ১৪৮
জান্নাতে কেউ বৃদ্ধা থাকবে না ১৪৯
হুর রমণীর সৌন্দর্য ১৫০

হুরেঈন : জুড়িয়ে দিবে জীবন ১৫২
মুমিন ব্যক্তি জান্নাতে অনেক হুরেঈনকে বিবাহ করতে পারবে ১৫২

হুরেঈনের গুণাগুণ ১৫৪
চক্ষু দু'টো কাজল কালো ১৫৪
ডাগর ডাগর চোখ ১৫৫
ভেড় মায়াবী মুখ ১৫৫
হুরেঈনের উজ্জলতা ১৫৫
হুর স্ত্রীদের অভিযোগ ১৫৬
লাবা নামক হুর ১৫৭
স্বপ্নের মাঝে হুর রমণী ১৫৮
হুরেরা এখন পর্দায় আবৃত আছে ১৫৮

রোমান্সের একটি জায়গা থাকবে..১৫৮
জান্নাতীদের খিমা..১৬০
জান্নাতের পাখি..১৬২
পাখির ভূনা গোস্ত..১৬২
জান্নাতে শূণ্য ময়দান থাকবে..১৬৪
রাব্বে কারিমের দিদার হলো সবচে' বড় নিয়ামাহ..১৬৫
জান্নাতের গান..১৬৭
জান্নাতের বড় নিয়ামাহ..১৬৭
জান্নাতের মাটি..১৬৮
জান্নাতু নাঈম..১৬৯
সমুদ্রের তীরে..১৬৯
স্বপ্নের সেই রাণী..১৬৯
হুর রমণীর মুচকি হাসি..১৭০
হুর রমণীদের থুথু..১৭০

জান্নাতের বর্ণনা

আছে কি কোনো জান্নাতের পাগল ব্যক্তি?

[১] উসামা ইবনু যাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জান্নাতের আলোচনায় বলতে শুনেছি, তিনি বলেছিলেন,

أَلَا مُشَمِّرٌ إِلَيْهَا هِيَ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ رَيْحَانَةٌ تَهْتَزُّ وَنَهْرٌ مُطَّرِدٌ وَزَوْجَةٌ لَا تَمُوتُ فِي حُبُورٍ وَنَعِيمٍ فِي مَقَامٍ أَبَدًا.

জান্নাতের জন্য কোমর বেঁধে কর্ম সম্পাদনকারী কেউ কি আছে? জান্নাত এবং কাবার রবের শপথ করে বলছি! জান্নাতের পুষ্পরাজি সুঘ্রাণ ছড়াবে। সেখানে থাকবে বহমান স্রোতস্বিনী, পরমা (রূপসী) চির অমর স্ত্রী, চিরস্থায়ী বাসস্থান সবুজ শ্যামলিময় নিয়ামতে ভরপুর।[১]

[২] উসামা ইবনু যাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতের জন্য কোমর বেঁধে কর্ম সম্পাদনকারী কেউ কি আছে? জান্নাতের বিকল্প বা সমতুল্য কিছু নেই। কাবার রবের শপথ করে বলছি, (জান্নাত এত সুন্দর, এত সুন্দর যে) তার আলো ঝলমল করে বিচ্ছুরিত হতে থাকবে। পুষ্পরাজি সুঘ্রাণ ছড়াতে থাকবে চারদিক। (সেখানে) থাকবে সুউচ্চ অট্টালিকাসমূহ, বহমান স্রোতস্বিনী, সুমিষ্ট ফলের প্রাচুর্য, অলংকারে সজ্জিতা পরমা রূপসী (সুন্দরী) স্ত্রী, চিরস্থায়ী বাসস্থান সবুজ শ্যামলিময় নিয়ামতে ভরপুর হবে, গগণচুম্বী নিরাপদ ও মনোরম বাড়িঘর (থাকবে)। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা এ জান্নাতের জন্য

[১] সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম: ২৫; তাফসিরে বাগাভী: ১/৪২।

কোমর বাঁধলাম। নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বললেন—তোমরা বরং ইনশা আল্লাহ (আল্লাহ যদি চান) বলো। অতঃপর সকলেই ইনশা আল্লাহ বললেন।[২]

ওপারের সুখগুলো

[৩] সাহল ইবনু সাদ আস সাদী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম, সে মজলিসে তিনি জান্নাতের বিভিন্ন নিয়ামাহর কথা আলোচনা করলেন। সবশেষে তিনি বললেন,

فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

> জান্নাতে এমন নিয়ামত (সুখ-সামগ্রী) বিদ্যমান রয়েছে, যা কোন চক্ষু দর্শন করেনি, কোন কান শ্রবণ করেনি এবং কোনো মানুষের মনে তার ধারণার উদ্রেকও হয়নি।

তারপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন,

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

> তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে পৃথক থাকে। তারা তাদের রবকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে তারা দান করে। কেউ জানে না তার কৃতকর্মের বিনিময়স্বরূপ তার জন্য নয়ন-প্রীতিকর কি পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে।[৪]

বর্ণনাকারী বলেন—এ বিষয়টি আমি মুহাম্মাদ ইবনু কাব আল-কুরযিকে বললে তিনি (বিস্মিত হয়ে) জিজ্ঞেস করলেন, আবু হাযিম কি তোমাকে এ হাদিসটি শুনিয়েছেন? আমি বললাম—হ্যাঁ, তাদের মাঝে অনেক বিচক্ষণ লোক রয়েছে। তারা আল্লাহর জন্য তাদের আমল গোপন করেছে আল্লাহও তাদের জন্য

---

[২] যয়িফ। আস-সুনান, ইবনু মাজাহ: ৪৩৩২; আস সহিহ, ইবনু হিব্বান: ২৬২।

[৪] সুরা সাজদা: ১৬/১৭।

তাদের পুরস্কার গোপন করেছেন। তারা যেদিন তাদের রবের নিকট পৌঁছবে, সেদিন তাদের চক্ষুদ্বয় শীতল হবে। জান্নাতের বিভিন্ন সুখে তাদের বুক ভরে যাবে।[৩]

ওপারের নিয়ামাহ

[৪] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন সব বস্তু তৈরি করে রেখেছি যা কখনো কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কান শুনেনি এবং কোন অন্তঃকরণ কখনো কল্পনাও করেনি। এ কথাটি অনুরূপ আল-কুরআনেও উল্লেখ রয়েছে,

> কেউ জানে না তাদের জন্য নয়ন মুগ্ধকর কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে, তাদের কৃতকর্মের প্রতিদানস্বরূপ। (সুরা আস সাজদাহ : ১৭)।[৪]

অন্য বর্ণনায় আছে—আবু হুরাইরা বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন বস্তু তৈরি করে রেখেছি যা কোন চক্ষু কক্ষনো দেখেনি, কোন কর্ণ কক্ষনো শুনেনি এবং কোন অন্তঃকরণ যা কক্ষনো চিন্তাও করেনি। এসব নিয়ামত আমি জমা রেখে দিয়েছি। তবে আল্লাহ তোমাদেরকে যা অবগত করিয়েছেন তা অবগত হয়েছেন।[৫]

নবিজির বর্ণনায় জান্নাত

[৫] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! কোন কোন জিনিষের মাধ্যমে জান্নাতকে নির্মাণ করা হয়েছে? জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

---

[৩] সহিহ মুসলিম: ৪/২১৭৫; আল মুসনাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বল: ৫/৩৩৪।

[৪] সহিহ মুসলিম: ৭০২৪।

[৫] সহিহ মুসলিম: ৭০২৫।

لَبِنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبِنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا
اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ مَنْ يَدْخُلْهَا يَنْعَمْ لَا يَبْؤُسُ وَيُخَلَّدُ لَا يَمُوتُ لَا تَبْلَى
ثِيَابُهُ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُ.

(জান্নাতকে স্বর্ণ-রৌপ্যের ইট দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে।) একটি রূপার ইট তারপর একটি স্বর্ণের ইট দিয়ে গাঁথা হয়েছে। আর সুগন্ধিযুক্ত মৃগনাভি এবং মণি-মুক্তার কঙ্করসমূহ দ্বারা প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে, সে অত্যন্ত সুখে জীবন-যাপন করবে। কোনো প্রকার দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন তাকে স্পর্শ করবে না। সেখানে সে (জান্নাতী) অনন্তকাল বাস করবে; কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। জান্নাতীর পরনের পোষাক কখনো পুরাতন হবে না। তাদের যৌবনকাল কোনো কালেও শেষ হবে না। (সে অনন্তযৌবনা হবে।)[৫]

জান্নাতের প্রাঙ্গণে মাটির বিবরণ

[৬] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—জান্নাতের মাটি জাফরান ও ওয়ারসের (এক প্রকার সুগন্ধিযুক্ত ঘাস) হবে।[৬]

[৭] জাবির ইবনু আবদুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, জান্নাতের প্রাঙ্গণ সমতল হবে। সজ্জিত হবে দাগবিহীন চাদরের ন্যায়। চারদিক ঝকঝক করতে থাকবে। জান্নাতীরা এমন প্রাঙ্গণ দেখলে মন খুশিতে পাগলপারা হয়ে যাবে।[৭]

---

[৫] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৫২৬; আল মুসনাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বাল: ২/৩০৫।

[৬] আস সুনান, ইমাম তিরমিযি: ২৫২৬; আল মুসনাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বাল: ২/৩০৫।

[৭] সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম: ১৫২।

ওপারেতে সর্বসুখ

[৮] আল্লাহ তাআলার বাণী:

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا

> সেদিন দয়াময় রবের কাছে মুত্তাকীনদেরকে অতিথিরূপে সমবেত করব।

আলি ইবনু আবু তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে বললাম—ইয়া রাসুলুল্লাহ! তাদের সকলকে কি পায়দল হেঁটে সমবেত করা হবে?

জবাবে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তারা কবর থেকে উত্থিত হবে, তাদেরকে শুভ্র উট দিয়ে অভিবাদন জানানো হবে। তাদেরকে শুভ্র উটের উপর আরোহন করিয়ে সমবেত করা হবে। উটের অনেকগুলো ডানা থাকবে। ডানাগুলো হবে স্বর্ণের। সেগুলোর পায়ের নল থেকে আলো ঝলমল করে বিচ্ছুরিত হবে। তার প্রতি কদমের দূরত্ব হবে দৃষ্টিসীমার শেষ পরিধি পর্যন্ত। তাদেরকে জান্নাতের দরজায় নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে (সিদরাতুল মুনতাহা) তার গোড়া থেকে দুটি ঝর্ণা প্রবাহিত হবে। যখন তারা দুটির একটি থেকে পান করবে তাদের চেহারায় স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা প্রকাশ পাবে। অপরটি থেকে যখন অজু করবে, তখন তাদের কেশগুচ্ছ কখনো এলোমেলো হবে না। অতঃপর তারা দরজা খোলার জন্য কড়া নাড়বে। হে আলি! যদি তুমি কড়া নাড়ার শব্দ শুনতে! প্রত্যেক হুরের নিকট সংবাদ পৌঁছবে যে, তার স্বামী এসে পড়েছে। (তার সাথে সাক্ষাতের জন্য) দ্রুতপ্রবণতা ও আনন্দ লুকিয়ে রাখবে।

(হুর স্ত্রী) সে তার দায়িত্বে নিয়োজিত খাদিমদেরকে তার স্বামীর জন্য দরজা খুলে দেওয়ার জন্য পাঠাবে। যদি আল্লাহ তাআলা তার সাথে তার পরিচয় না করিয়ে দেন তবে সে অবশ্যই তার আলো ও জ্যোতি দেখে তার সামনেই সিজদায় লুটে পড়বে। সে বলবে, আমি আপনার সেবক। আমাকে আপনার সেবার জন্য নিয়োজিত করা হয়েছে। খাদেম জান্নাতী ব্যক্তিকে হুরের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য চলতে থাকবে। সেও তার পদচিহ্ন অনুসরণ করে তার পিছে পিছে চলতে থাকবে। ঐ দিকে জান্নাতী ব্যক্তির জন্য হুর রমণী পথপানে তাকিয়ে

থাকবে। হুর রমণীর কাছাকাছি চলে আসলে সে তাঁবু থেকে বের হবে এবং তাকে ধরে আলিঙ্গন করবে আর বলতে থাকবে,

> তুমি আমার ভালবাসা, তুমি আমার প্রেম। তুমি আমার মনের মানুষ। আমি তোমার ভালবাসা। আমি চির সন্তুষ্ট; আমি কখনো অসন্তুষ্ট হব না। আমি তো তোমার আনন্দ-উল্লাসের জন্যই; আমার আর দুঃখ-কষ্ট নেই। আমি চিরদিনের জন্য, আমার আমার প্রস্থান নেই।

অতঃপর একটি ঘরে প্রবেশ করবে যার ভিত্তি থেকে ছাদ পর্যন্ত এক লক্ষ গজ দূরত্ব হবে। এবং তার নির্মাণ মণি-মুক্তার পাথর দ্বারা হবে। তার রাস্তা হবে (তিন বর্ণের) রক্তিম বর্ণের, সবুজ শ্যামল ও স্বর্ণ বা হলদে বর্ণের। সেখানকার রাস্তাগুলো একটি অপরটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ থাকবে না।

জান্নাতী ব্যক্তি বিছানার নিকট আসবে, তাতে শয্যার উপর শয্যা থাকবে। এভাবে সত্তরটি শয্যা থাকবে এবং সত্তরজন হুরও থাকবে। প্রত্যেক স্ত্রীর পরনে সত্তর জোড়া কাপড় থাকবে; জোড়া কাপড়সমূহের ভিতর দিয়েও উভয় পায়ের নলার মগজ দেখা যাবে।

জান্নাতী ব্যক্তি হুর রমণীর সাথে রোমান্স করতে থাকবে। তাদের তলদেশ দিয়ে দুর্গন্ধহীন পঙ্কিলতামুক্ত স্বচ্ছ নির্ঝরিণীসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। তাতে রয়েছে পরিশোধিত মধুর নহরসমূহ, যা মধুমক্ষিকার পেট থেকে নির্গত নয়। সেখানে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহরসমূহও রয়েছে, যা মানুষদের পা দিয়ে নিংড়িত নয়। তাতে আরো থাকবে নির্মল দুধের নহর; যার স্বাদ অপরিবর্তনীয় যা গৃহপালিত পশুর পেট থেকে নিষ্কাশিত নয়। বরং সবগুলো জান্নাত থেকে সৃষ্টি করা হবে।

যখন জান্নাতীদের খাবারের ইচ্ছা জাগবে, তখন একটি সাদা পাখি উড়ে চলে আসবে, তারা তার যে পার্শ্বসমূহ থেকে যত ইচ্ছা আহার করবে। অতঃপর সেটি যখন উড়ে যেয়ে আবার আসবে, তখন তাদের কাছে বিভিন্ন রকম ফলমূলসমূহ থাকবে। জান্নাতীরা যখন কোনো ফল আহার করার ইচ্ছা করবে, তখন ফলগুলো হাতের মুঠোয় এসে যাবে। তারা সেখান থেকে মনঃপুতভাবে—(শুয়ে, বসে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই) সেই ফলগুলোকে আহার করতে পারবে। এটাই হলো রাব্বে কারিমের ওয়াদার প্রমাণ:

وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

উভয় উদ্যানের ফল তাদের নিকট ঝুলবে।[১০]

সুরক্ষিত মোতিসাদৃশ সেবকগণ তাদের সেবায় ঘুরাফেরা করবে। এইসব সেবকগণ জান্নাতীদের বিভিন্ন খিদমতে লিপ্ত থাকবে। এইসব সুখগুলোর মাধ্যমে জান্নাতীরা এপারে দুঃখগুলো ভুলে যাবে।[১১]

সেই সুখ থাকবে জনম জনম

[৯] আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—দুনিয়াতে যারা মহান রবকে ভয় করত, আখিরাতে তাদেরকে দলে-দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। তারা জান্নাতের প্রথম দরজার নিকটে পৌঁছে সেখানে একটি বৃক্ষ দেখতে পাবে, যার তলদেশ দিয়ে দু'টি ঝর্ণা বয়ে চলেছে। তারা দু'টির একটির দিকে যাবে, যেন তাদেরকে এর প্রতি আদেশ করা হয়েছে। জান্নাতীরা সেখান থেকে পান করবে যা তাদের অভ্যন্তরীণ অপরিচ্ছন্নতা, সবধরণের ভয় কষ্ট অপসারিত করে দিবে।

অতঃপর তারা অপরটির দিকে গিয়ে পরিশুদ্ধ হবে; ফলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা তাদেরকে ঘিরে নিবে, এতে তাদের ত্বক কখনো পরিবর্তিত হবে না। চুলগুলোও কখনো এলোমেলো হবে না। মনে হবে যেন তেল দ্বারা চুলে তৈলাক্ত করা হয়েছে। সেসময় নিজেদেরকে অনেক সুখী মনে হবে। অতঃপর তারা জান্নাতের রক্ষীদের নিকট পৌঁছলে তারা তাদেরকে এ বলে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলতে থাকবে,

> তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাকো, অতঃপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ কর।

জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশকালে তাদের চারদিকে চির কিশোরেরা ঘোরাফেরা করবে, যেভাবে দুনিয়াতে কিশোরেরা অন্তরঙ্গ প্রিয়দের কাছে ঘুরাফেরা করে থাকে। কিশোর-কিশোরীরা মনের আনন্দে বলতে থাকবে,

> আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য যেসব সম্মান প্রস্তুত করে রেখেছেন তার জন্য তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো।

---

[১০] সূরা আর রহমান: ৫৪।

[১১] সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম: ২৮০- ২৮১।

অতঃপর সেসব কিশোরদের থেকে একজন তার আনতলোচনা স্ত্রী হুরের নিকট যেয়ে বলবে—এক ব্যক্তি এসেছে, যাকে দুনিয়াতে এ নামে ডাকা হত। সে বলবে, তুমি কি তাকে নিজ চোখে দেখেছো? সে বলবে, আমি নিজ চোখে দেখেছি—এই তো সে আমার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আসছে। তাদের একজন আনন্দে লুকিয়ে দরজার চৌকাঠে এসে দাঁড়াবে।

অতঃপর মাথা নিচু করে তার (হুর রমণী) স্ত্রীদের দিকে তাকাবে। সেখানে থাকবে সংরক্ষিত পানপাত্র এবং সারি সারি গালিচা ও বিস্তৃত বিছানো কার্পেট। সে ঐসব নিয়ামাহগুলো লক্ষ্য করতে থাকবে ও হেলান দিয়ে বসে বলবে,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

> আল্লাহর শোকর, যিনি আমাদেরকে এ পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। আমরা কখনও পথ পেতাম না যদি আল্লাহ আমাদেরকে পথ প্রদর্শন না করতেন।[১২]

জান্নাতীদেরকে ডেকে-ডেকে বলা হবে—তোমরা এখানে সুখের সাথে জীবন-যাপন করবে, তোমাদের এই সুখ জনম জনম থাকবে। তোমরা কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা এখানেই বসবাস করবে, কখনো প্রস্থান করবে না। তোমরা এখানে সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থ হবে না। তোমরা সুখী হবে, কখনো দুঃখী হবে না।[১৩]

---

[১২] সুরা আরাফ: ৪৩।

[১৩] সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম: ২৮৩; তাফসিরে তবারি: ১০/ ৩৪।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন—রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির মাঝে তিন বিষয়ের কোনো একটি থাকবে তার সঙ্গে জান্নাতের হুর বিবাহ দেওয়া হবে, সে যেভাবে ইচ্ছা করবে।

১. যে ব্যক্তির কাছে গোপন আগ্রহের কোনো বস্তু আমানত রাখার পর সে আল্লাহর ভয়ে তা যথাযথভাবে আদায় করবে।

২. যে ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) তার হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিবে।

৩. যে ব্যক্তি প্রত্যেক নামাজের পর ১০ বার সুরা ইখলাস পড়বে।[১৪]

তোমরা এখানে সুখে থাকো

[১০] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, জান্নাতীদেরকে ডেকে বলা হবে—তোমরা এখানে সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থ হবে না। তোমরা এখানে অনেক সুখে থাকবে। তোমরা সর্বদা পরিতৃপ্ত থাকবে, কখনো ক্ষুধার্ত হবে না। তোমরা চিরযৌবনা হয়ে বসবাস করবে, কখনো বয়োবৃদ্ধ হবে না। তোমাদের কেশগুচ্ছ কখনো এলোমেলো হবে না; সবসময় সিঁথি করা থাকবে। তোমাদের শরীরের অবকাঠামো সর্বদা সুন্দর থাকবে, কখনো চামড়াগুলোও পরিবর্তন হবে না। তোমরা সারাজীবন সুখে থাকবে, কখনো দুঃখ তোমাদের স্পর্শ করবে না।[১৪]

জান্নাতে কোনো দুঃখ নেই

[১১] আবু বকর রাহিমাহুল্লাহ জান্নাতীদের ব্যাপারে বলেন—হে জান্নাতের অধিবাসীগণ, তোমরা সর্বদা সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থ হবে না। পূর্ণ যৌবনের অধিকারী হবে, কখনো বয়োবৃদ্ধ হবে না। তোমরা সর্বদা জীবিত থাকবে, কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে, কখনো কষ্ট অনুভব করবে না। আর এটিই হল আল্লাহর এ বাণীর মর্ম, যেখানে মহান রব বলেছেন,

وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تعلمون

[১৪] অন্য বর্ণনায় আছে—আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কিয়ামাত দিবসে মৃত্যুকে একটি ধূসর রঙের মেষের আকারে আনা হবে। তখন একজন সম্বোধনকারী ডাক দিয়ে বলবেন, হে জান্নাতবাসী! তখন তাঁরা ঘাড় মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে। সম্বোধনকারী বলবে, তোমরা কি একে চিন? তারা বলবেন হ্যাঁ, এ হল মৃত্যু। কেননা সকলেই তাকে দেখেছে। তারপর সম্বোধনকারী আবার ডেকে বলবেন, হে জাহান্নামবাসী! জাহান্নামীরা মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে, তখন সম্বোধনকারী বলবে তোমরা কি একে চিন? তারা বলবে, হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু। কেননা তারা সকলেই তাকে দেখেছে। তারপর (সেটি) যবেহ করা হবে। আর ঘোষক বলবেন, হে জান্নাতবাসী! স্থায়ীভাবে (এখানে) থাক। তোমাদের আর কোন মৃত্যু নেই। আর হে জাহান্নামবাসী! চিরদিন (এখানে) থাক। তোমাদের আর মৃত্যু নেই। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাঠ করলেন—"তাদের সতর্ক করে দাও পরিতাপের দিবস সম্বন্ধে যখন সকল ফয়সালা হয়ে যাবে অথচ এখন তারা গাফিল, তারা অসতর্ক দুনিয়াবাসী-অবিশ্বাসী।"(সুরা মারইয়াম: ১৯; মুসলিম ২৮৪৯।)—অনুবাদক।

এটি জান্নাত। তোমরা এর উত্তরাধিকারী হলে তোমাদের কর্মের প্রতিদানে।[১৫]

জান্নাতে কোনো কষ্ট নেই

[১২] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—যে আল্লাহকে ভয় করে (তাকওয়া অবলম্বন করে, জান্নাতে) সে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে, দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন তাকে স্পর্শ করবে না। জান্নাতে অনেক আরামে জীবন-যাপন করবে, কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। পরনের পোষাকও পুরাতন হবে না, যৌবনকালও কখনো শেষ হবে না (সে হবে অনন্তযৌবনা)।[১৬]

[১৩] ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জান্নাত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—যে জান্নাতে প্রবেশ করবে সে সেখানে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন-যাপন করবে, মৃত্যুবরণ করবে না। সেখানে কোনো দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন তাকে স্পর্শ করবে না। না তার পরনের কাপড় ময়লা হবে আর না তার যৌবনকাল শেষ হবে (সে হবে অনন্তযৌবনা)। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, জান্নাতকে কোন বস্তু দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছে? জবাবে তিনি বললেন—সোনা-রুপার ইটের গাঁথুনি দিয়ে জান্নাতকে নির্মাণ করা হয়েছে। একটি রুপার ইট, তারপর একটি সোনার ইট, এভাবে গাঁথা হয়েছে। এর গাঁথুনির উপকরণ হল, সুগন্ধিযুক্ত মৃগনাভি এবং কঙ্করসমূহ মণি-মুক্তার আর মাটি হল জাফরানের।[১৭]

[১৪] আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—কোন আহ্বানকারী জান্নাতী লোকদেরকে আহবান করে বলবে, এখানে সর্বদা তোমরা সুস্থ থাকবে, কক্ষনো অসুস্থ হবে না। তোমরা স্থায়ী জীবন লাভ করবে, কখনো তোমরা মরবে না। তোমরা যুবক থাকবে,

---

[১৫] সুরা আল আরাফ: ৪৩।

[১৬] সহিহ মুসলিম: ৪/২১৮১; আস সুনান, তিরমিযি: ২৫২৬।

[১৭] সহিহ মুসলিম: ৪/৫২৮; আল মুসনাদ, আহমাদ ইবনু হাম্বাল: ২/২৭০।

কক্ষনো তোমরা বৃদ্ধ হবে না। তোমরা সর্বদা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকবে, কক্ষনো আর তোমরা কষ্ট-ক্লেশে পতিত হবে না। এটাই মহামহিম আল্লাহর বাণী:

> আর তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, তোমরা যে আমল করতে তারই বিনিময়ে তোমাদেরকে এ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করা হয়েছে। (সুরা আরাফ : ৪৩) এর ব্যাখ্যা।[১৮]

জান্নাতীদের রূপ-লাবণ্য

[১৫] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—শপথ ঐ সত্তার যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন! তাঁর শপথ করে বলছি, জান্নাতবাসীদের রূপ-লাবণ্য কোনোদিন কমবে না। জান্নাতবাসীদের রূপ-লাবণ্য বৃদ্ধি পেতে থাকবে। দুনিয়াতে (মানুষদের) যেভাবে কদর্যতা ও বার্ধক্যতা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[১৯]

জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্য

[১৬] সাবিত আল-বুনানী রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, জান্নাতবাসীদেরকে কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেয়া হবে, যদি এসব বৈশিষ্ট্য দেয়া না হত; তবে তারা জান্নাত থেকে উপকৃত হতে পারত না। সেসব বৈশিষ্ট্য হলো—তারা সেখানে চির যুবক থাকবে, কখনো বৃদ্ধ হবে না। পরিতৃপ্ত থাকবে, কখনো ক্ষুধার্ত হবে না। কাপড় পরিহিত থাকবে কখনো বিবস্ত্র হবে না। সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থ হবে না।

---

[১৮] সহিহ মুসলিম : ৭০৪৯।

[১৯] সিফাতুল জান্নাহ, আবু নুআইম: ২৬৪।

এ হাদিসের উদ্দেশ্য অপর একটি হাদিসের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে যায় যেটি আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—জান্নাতে একটি বাজার হবে, যেখানে জান্নাত অধিবাসীগণ প্রত্যেক শুক্রবারে একত্রিত হবে। তখন উত্তর দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হবে, যা তাদের চেহারা ও কাপড়ে সুগন্ধ ছড়িয়ে দেবে। ফলে তাদের শোভা-সৌন্দর্য আরও বেড়ে যাবে। অতঃপর তারা রূপ-সৌন্দর্যের বৃদ্ধি নিয়ে তাদের স্ত্রীগণের কাছে ফিরবে। তখন তারা তাদেরকে দেখে বলবে, 'আল্লাহর কসম! আপনাদের রূপ-সৌন্দর্য বেড়ে গেছে!' তারাও বলে উঠবে—আল্লাহর শপথ, আমাদের যাবার পর তোমাদেরও রূপ-সৌন্দর্য বেড়ে গেছে। [সহিহ মুসলিম: ২৮৩৩।—অনুবাদক।